Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-IX, Issue-III, April 2021, Page No.10-16
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ : মার্কসবাদের ভিত্তি

কমলেশ পোদ্দার
সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, শ্রীকৃষ্ণ কলেজ, বগুলা, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ

Abstract

Marxism, in its proper sense, first appeared in the middle of the nineteenth century in response to the oppressive conditions created by the capitalist system. Dialectical matrialism is the philosophy of Marxism which provides us with a scientific and comprehensive world outlook. The main element of Marxism is dialectical and materialism, so its overall consequence is dialectical materialism. Marxist dialectical emphasizes the importance of real-world conditions,int erms of class, labour, and socioeconomic interactions. Marxism ignores the mind and considers the inherent conflict of matter as the only source for the evolution of the material world. In Marxism, all the flows of events in the material world are explained in dialectical way. Historical materialism is the application of dialectical materialism to the history of the development of human society. The relevance of Marxism in the present century can be noticed. Analyzing the basic principles of marxism, we see that dialectical materialism is the important basic principle in Marxism. So, Dialectical materialism is an essential prerequisite in understanding the doctrine of Marxism. In this article I have tried to discuss that the basic foundation of Marxism is dialectical materialism.

Keyword: Marxism, Dialectical, Materialism, Capitalist, Development, Society.

মার্কসবাদের দার্শনিক ও রাজনৈতিক চিন্তার সামগ্রিক রূপই হল দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ। মানবজাতির ইতিহাস বিশ্লেষণে মার্কসবাদ এক অখণ্ড ও সুসংগত বিজ্ঞানসম্মত মতবাদ সূত্রায়িত করে, যার তাত্ত্বিক ভিত্তি হল দ্বান্দ্বিকতা ও বস্তুময় দর্শন। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ অনুসারে প্রকৃতি ও তার ঘটনাগুলির মূল ভিত্তি হল বস্তু এবং দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতিতেই এই সত্য ব্যাখ্যা করা হয়। মার্কসীয় দর্শনের সর্বশ্রেষ্ঠ দিক হল দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ। কারন, আমরা জানি যে, মার্কসবাদের মুখ্য উপাদান হল দ্বন্দ্ব এবং বস্তুবাদ, যার সামগ্রিক পরিনতি হল দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ। মার্কসবাদের মাধ্যমেই সর্বপ্রথম বিজ্ঞান ও দর্শন ঐক্যবদ্ধ হয়েছে এবং বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাই মার্কসবাদ হল বস্তুবাদী দর্শন এবং বিশ্ববিক্ষ্যা। জগত সম্পর্কিত প্রশ্নগুলির মার্কসীয় সমাধান এই তত্ত্বটি দিয়ে মার্কসবাদীরা করে থাকেন। মার্কসবাদ হল সম্পূর্নরূপে বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ও দর্শন। এই মতবাদের প্রধান দিকই হল দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ। কার্ল মার্কস তাঁর রচনায় দ্বান্দ্বিকতা ও বস্তুবাদ কথা দুটি ব্যবহার করলেও একসাথে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ কথাটি কোথাও প্রয়োগ করেননি। রুশচিন্তাবিদ

প্লেখানভ মার্কসীয় চিন্তাদর্শনকে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ হিসাবে প্রথম আখ্যায়িত করেন। যাইহোক দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ হল মার্কসবাদের দার্শনিক ও তাত্ত্বিক ভিত্তি।

দ্বন্দ্বমূলক বা Dialectical কথাটি দ্বন্দ্ববাদ বা Dialectics এর বিশেষণ। দ্বন্দ্ববাদ বা Dialectics ইংরেজি শব্দটি এসেছে গ্রীক শব্দ Dialego থেকে। এর প্রকৃত অর্থ হল পারস্পরিক আলোচনা বা তর্কবিতর্ক। বস্তু জগতের প্রতি মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি হল দ্বন্দ্বমূলক। মার্কসবাদে দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতিতে বস্তুজগতের সমস্ত ঘটনা ব্যাখ্যা করা হয়। মার্কসবাদ দ্বান্দ্বিক মতবাদের প্রবাহমানতা ও চলমানতাকে গ্রহন করেছে। সাধারনভাবে দ্বান্দ্বিকতা মানে প্রতিপক্ষের বক্তব্যের অন্তর্নিহিত স্ববিরোধগুলিকে প্রকাশ করে প্রকৃত সত্যে উপনীত হওয়া। দ্বান্দ্বিকতা হল বিরোধগুলির মিলনতত্ত্ব। অন্যদিকে বস্তুবাদ বস্তুর গুরুত্বকে চরম ও পরম বলে মনে করে। এখানে বস্তুই হল আদি এবং মন হল বস্তুর অনুবর্তী এবং সেটি বস্তুর উপর নির্ভরশীল। বস্তু এই বস্তু জগতের পরিবর্তনের উৎস। বস্তুবাদী তত্ত্ব অনুসারে বস্তুর মাধ্যমে সব কিছুর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা যায়। বস্তুবাদে এই জগতকে সামগ্রিকভাবে বস্তু হিসাবে ধরা হয়। তাই আমরা বলতে পারি যে, দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ হল এমন একটি মতবাদ যেখানে বস্তু জগতের ক্রমবিকাশে মনের চেয়ে বস্তুর অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বকেই একমাত্র উৎস মনে করে। বস্তুর মধ্যের দ্বন্দ্বের ফলেই বস্তুর পরিবর্তন হয় এবং তারই ফলশ্রুতিতে বস্তুজগতেরও পরিবর্তন ঘটে।

দর্শন সবসময় সামগ্রিকভাবে পারিপার্শ্বিক জগতকে, তার প্রকৃতি ও অবস্থাকে ব্যাখ্যা করতে চায়। প্রতিটি বিশেষ বিজ্ঞান পারিপার্শ্বিক জগতের একটি সুনির্দিষ্ট এলাকা, তার কতগুলি সংযোগ ও সম্পর্ক অধ্যয়ন করে। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ হল বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতত্ত্বের ভিত্তি। বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি হিসাবে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের সমস্ত নীতির একটা পদ্ধতিতত্ত্বগত মাত্রা আছে। পদ্ধতিতত্ত্ব হল বাস্তবের অবধারণা ও রূপান্তরের পদ্ধতিগুলি সম্বন্ধে দার্শনিক মতবাদ। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতত্ত্ব হল বুনিয়াদি ব্যবহারিক ও বৈজ্ঞানিক সমস্যাগুলির সমাধানে প্রযুক্ত দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি। আর এর বিপরীতে আছে অবৈজ্ঞানিক বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি, যেটি নির্ভরকরে মূলত বিভিন্ন ভাববাদী ধারনার উপর। বিজ্ঞানসম্মত বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তি হল দর্শনের বুনিয়াদি প্রশ্নের বস্তুবাদী উত্তর এবং পদ্ধতি হবে দ্বান্দ্বিক। পারিপার্শ্বিক জগতে সমস্ত কিছু হয় বস্তুগত, নয়ত ভাবগত। মানব চৈতন্য বা মনের বাইরে ও মন নিরপেক্ষ বিষয়গুলি হল বস্তুগত আর মানব চৈতন্যে এবং মানসিক ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে সংযুক্ত বিষয়গুলি হল ভাবগত। সমস্ত দার্শনিক তত্ত্বের সারমর্ম দিকটি হল হয় বস্তুবাদী নয়তো ভাববাদী। দর্শনের বুনিয়াদি প্রশ্নের দুটি দিক আছে। প্রথমত, এই জগতে বস্তু না মন কোনটি মুখ্য? বস্তু মনের জন্ম দেয় নাকি মন বস্তুকে জন্ম দেয়? দ্বিতীয়ত, পৃথিবী অবধারণাযোগ্য কি না? মানুষ পারিপার্শ্বিক জগতকে অনুধাবন করতে ও তার বিকাশের নিয়মগুলি আবিষ্কার করতে পারে কী না? যে দার্শনিকরা এই জগতে বস্তু মুখ্য আর মন গৌণ ও মন বস্তুগত সত্তার উপর নির্ভর করে এবং বস্তু চিরন্তন বলে মনে করে তাঁদেরকে বস্তুবাদী বলা হয়। অন্যদিকে যে দার্শনিকরা এই জগতে চৈতন্য বা মন মুখ্য, বস্তুনিরপেক্ষভাবে মনের অস্তিত্ব রয়েছে এবং মন বস্তুজগতকে সৃষ্টি করেছে বলে মনে করে তাঁদের ভাববাদী বলা হয়। ভাববাদীরা আধ্যাত্মিক ভিত্তির মাধ্যমে তাঁদের মতবাদ স্থাপন করে। বস্তুবাদ বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা দেয়। সমাজের প্রগতিশীল শ্রেণীগুলি সমগ্র মানবজাতির প্রগতির স্বার্থে ব্যবহার করে কিন্তু ভাববাদ অবৈজ্ঞানিক, সমাজের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলির নিজ স্বার্থে ব্যবহার করে। মার্কসীয় দর্শন হল এক বিজ্ঞান, যা দর্শনের বুনিয়াদি প্রশ্নের বস্তুবাদী উত্তরের ভিত্তিতে বস্তুগত পৃথিবীর বিকাশের দ্বান্দ্বিক নিয়মগুলিকে, তার অবধারণা ও বৈপ্লবিক রূপান্তরের উপায়কে প্রকাশ করে। বস্তুবাদ সর্বদা প্রগতিশীল শ্রেনীগুলির

বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি আর ভাববাদ হল প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণীগুলির বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি। সমাজে তাই ভাববাদ ও বস্তুবাদের মধ্যে সংগ্রাম প্রাচীনকাল থেকেই লক্ষ্য করা যায়। প্রাচীনকালে প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রামে আদিম মানুষের অক্ষমতা থেকে মূলত ভাববাদী ধারনার উদ্ভব হয়। ভয়ানক প্রাকৃতিক ব্যাপারগুলিকে আদিম মানুষ বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে নি। তবে প্রাচীন মিশর ও ব্যাবিলোনিয়ায় বস্তুবাদী অভিমত দেখা যায়। "প্রাচীন মিশর ও ব্যাবিলোনিয়ায় যে আদিতম স্বতঃস্ফূর্তভাবে বস্তুবাদী ও নিরীশ্বরবাদী অভিমত গড়ে উঠতে শুরু করেছিল, তা প্রচলিত ধর্মীয়-ভাববাদী অভিমতে আচ্ছন্ন থাকলেও, প্রাচীন পৃথিবীতে বিজ্ঞান ও বস্তুবাদী চিন্তার পরবর্তী বিকাশের উপরে সেগুলির ফলপ্রসূ প্রভাব নিঃসন্দেহে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ন ছিল।"[১] প্রাচীন ভারতে চার্বাকপন্থীরা বস্তুবাদী দার্শনিক ছিলেন। তাঁরা পৃথিবীকে বস্তুগত উপাদান হিসাবে দেখতেন। তাঁরা ঈশ্বর, আত্মার অমরত্ব ও পরলোক সংক্রান্ত ধর্মীয় ধারনাগুলির সমালোচনা করেছিলেন। চিনে মো তজু, লাও তজু, হসুন তজু, ওয়াং চুং প্রমুখগণ বস্তুবাদী দার্শনিক ছিলেন। আবার প্রাচীন গ্রিসে বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি হেরাক্লিটাস, ডেমোক্রিটাস প্রমুখগণের হাত ধরে গড়ে ওঠে। মধ্যযুগের ফ্র্যান্সিস বেকন, টমাস হবস, রেনে দেকার্ত প্রমুখগণ ভাববাদের বিরুদ্ধে গিয়েছেন। আধুনিক যুগেও এই সংঘাত চলছে।

গ্রীক দর্শন থেকে প্রকৃত দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির উদ্ভব হয়েছে। হেরাক্লিটাস প্রাচীন গ্রীক দর্শনের দ্বান্দ্বিক চিন্তাধারাকে সূত্রবদ্ধ করেছিলেন। সক্রেটিস, প্লেটো, অ্যারিস্টটল দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি গ্রহন করেছিলেন। এঙ্গেলসের মতে, "প্রাচীন গ্রিক দার্শনিকরা প্রায় সকলেই স্বভাবগত দিক দিয়ে ছিলেন দ্বান্দ্বিক। এঁদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ছিলেন রাষ্ট্রচিন্তার জনক অ্যারিস্টটল।"[২] দুই ব্যক্তির পরস্পর বিরোধী অভিমতকে প্রকৃত সত্যে উপনীত হওয়ার জন্য এই দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি ব্যবহার করা হত। প্রথম ব্যক্তির বিবৃতি হত আলোচনার বিষয় যাকে 'বাদ' বলা হয়। দ্বিতীয় ব্যক্তি সেই বাদের বিরুদ্ধে যা কিছু বলে সেটাকে 'প্রতিবাদ' বলা হয়। এরপর বাদ ও প্রতিবাদের মধ্যে বিরোধের ফলে একটা নতুন সত্যের উদ্ভব হয় যাকে 'সম্বাদ' বলা হয়। এই সম্বাদ আবার দ্বন্দ্বের পরবর্তি পর্যায়ে 'বাদ'-এ পরিণত হয়ে 'প্রতিবাদ'-এর জন্ম দিয়ে পরে অন্য নতুন 'সম্বাদ'-এ পরিণত হয়। দ্বান্দ্বিক বিবর্তন কোন একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ে থেমে থাকে না। এই প্রাচীন পদ্ধতিকে জার্মান দার্শনিক ফ্রেডরিক হেগেল প্রথম ব্যাপকভাবে আধুনিককালে প্রয়োগ করেন। তিনি গ্রীক দার্শনিক প্লেটোর নিকট হতে দ্বন্দ্বতত্ত্বের ধারণা গ্রহন করেছিলেন কিন্তু প্লেটোর দ্বন্দ্বতত্ত্বের তিনি বিরোধিতা করেছিলেন। হেগেলের দ্বন্দ্ববাদ ছিল ভাববাদের অন্তর্গত। তিনি মানবসমাজ বিকাশের ক্ষেত্রে পরম সত্তা বা পরম ভাবের ইচ্ছাকে গুরুত্ব দিয়েছেন এবং দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির সঙ্গে পৃথিবী সম্বন্ধে ভাববাদী অভিমতকে এক করেছিলেন। তাঁর মতানুসারে দেখা যায় যে, মানব সমাজের ক্রমবিকাশের ইতিহাস দ্বান্দ্বিক পথ ধরেই এগিয়ে চলেছে। মনই আদি সত্ত্বা, বিশ্বপ্রকৃতির উর্দ্ধে সর্বশক্তিমানের নির্দেশেই জগৎ আবর্তিত হয়। হেগেল তাঁর দ্বন্দ্বতত্ত্বে বলেছেন, "বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের কোন কিছুই নিশ্চল নয়। বস্তুজগৎ ও ভাবজগতের সমস্ত সত্তা ও ধারণাই এক অতীন্দ্রীয় পরমাত্মার দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ার আত্মপ্রকাশের পরিণতি।"[৩] মনোজগতের পরস্পর বিরোধী চিন্তাধারার দ্বন্দ্বে বস্তু সমাজের পরিবর্তন ঘটে চলেছে। তিনি মনে করতেন যে, মানুষের মনের প্রতিটি ভাব সর্বদাই তার বিরোধী ভাবের জন্ম দেয়। এই ভাব ও বিরোধী ভাবের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব চূড়ান্ত হয়ে উঠলে অপর একটি তৃতীয় ভাব এসে এদের দ্বন্দ্বের অবসান ঘটায়।

কার্ল মার্কস হেগেলে ছাত্র ছিলেন কিন্তু "তিনি হেগেলের দ্বান্দ্বিকতার যুক্তিসিদ্ধ দিকটিকে গ্রহণ করে তার ভাববাদী দিকটি পরিত্যাগ করে বৈজ্ঞানিক আলোকে বিচার-বিশ্লেষন করেছিলেন।"[৪] মার্কস প্রথম দ্বন্দ্ববাদের ভাববাদী খোলসকে বর্জন করে বস্তুবাদী দিকের কথা বলেছেন। "আগেকার বস্তুবাদী ও দ্বান্দ্বিক তত্ত্বগুলি

অসংগতিপূর্ন ছিল; বস্তুবাদ ছিল হয় স্বতঃস্ফূর্ত, না হয় আধিবিদ্যক ও অধিযন্ত্রবাদী, আর ডায়ালেকটিকস ছিল ভাববাদী।"[৫] মার্কসবাদ বস্তুবাদকে অধিবিদ্যা থেকে মুক্ত করে এবং দ্বন্দ্ববাদকে ভাববাদ থেকে মুক্ত করে দুটিকেই সৃষ্টিশীলভাবে পুনর্বিচার করেছিলেন। এখানে বস্তুবাদকে দ্বন্দ্ববাদ সমৃদ্ধ করে এবং দ্বন্দ্ববাদকে বাস্তব ভিত্তির উপর স্থাপন করা হয়েছে। "দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদে বস্তুর প্রত্যয়টি প্রতিফলিত করে বাহ্যিক পৃথিবীর বস্তুনিচয় ও প্রক্রিয়াসমূহের এক সার্বিক গুন-ধর্ম, যেমন বিষয়গত অস্তিত্ব, অর্থাৎ, মানুষের চৈতন্যের বাইরে ও তা থেকে স্বতন্ত্রভাবে অস্তিত্ব।"[৬] "প্রতিটি স্বতন্ত্র বস্তুর অস্তিত্বের আদি ও অন্ত আছে, কিন্তু সেটির পূর্বগামী ছিল এক অসীম সংখ্যক অন্যান্য বস্তু এবং শেষ পর্যন্ত সেটি প্রতিস্থাপিত হবে অন্যান্য বস্তুর দ্বারা, এবং এই রকম চলবে অন্তহীনভাবে।"[৭] মার্কস হেগেলের দ্বন্দ্বতত্ত্বকে গ্রহণ করে বস্তুজগতের প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ করেছেন। মার্কসবাদে বস্তুই হল পরিবর্তনের মূল শক্তি। বস্তুময় জগতে বস্তু সর্বদাই গতিশীল এবং প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল। ভাবজগত বস্তুজগতের উপর নির্ভর করে। মার্কসের দ্বন্দ্বতত্ত্বের সঙ্গে হেগেলের দ্বন্দ্বতত্ত্বের পার্থক্য রয়েছে। এবিষয়ে মার্কস বলেছেন, "আমার দ্বন্দ্বতত্ত্ব কেবলমাত্র হেগেলের দ্বন্দ্বতত্ত্বের প্রক্রিয়া হতে পৃথকই নয়, ঠিক তার বিপরীত। হেগেলের তত্ত্বের 'ভাব', আমার তত্ত্বে 'বস্তু' ছাড়া অন্য কিছু নয়। ভাব বস্তুজগতের প্রতিফল মাত্র।"[৮] মার্কস হেগেলের পাশাপাশি ফয়েরবাখের বস্তুবাদী চিন্তাধারায় প্রভাবিত হয়েছিলেন। ফয়েরবাখের বস্তুবাদের অন্তর্নিহিত সারাংশটুকু গ্রহণ করে তাঁর আনুষঙ্গিক ভাববাদী এবং ধর্ম ও নীতি সম্পর্কিত জঞ্জাল মার্কস বর্জন করেছেন। তাই মার্কস তাঁর পূর্ববর্তী বস্তুবাদকে যান্ত্রিক, অধিবিদ্যামূলক মনে করে ভাববাদ ও অধিবিদ্যামূলক বস্তুবাদের সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে বস্তুবাদী দর্শনকে এক নতুন প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ করেছেন। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ অনুসারে দেখা যায় যে প্রকৃতিগত কারনে এই বিশ্ব বস্তুময়। জগতের সকল বস্তু গতিশীল এবং পরস্পর নির্ভরশীল। প্রতিটি বস্তুর উৎপত্তি পিছনে বাস্তব কারন থাকে এবং বস্তুর উদ্ভব ও বিকাশ প্রকৃতির গতির সাধারণ নিয়ম অনুসারে ঘটে। একে ব্যাখ্যা করতে কোন অতিপ্রাকৃত শক্তির প্রয়োজন হয় না। বস্তুজগতের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে এবং তার নিজস্ব নিয়ম আছে। বস্তুজগত অখণ্ড ও সামগ্রিকভাবে সুসংহত। এখানে বস্তুই মুখ্য; মন, চেতনা, অনুভুতি, কল্পনা প্রভৃতি গৌণ। মানুষের সামাজিক অবস্থান তার চেতনাকে নির্ধারন করে। মন নিরপেক্ষ বস্তুর বাস্তব অস্তিত্ব আছে। বিশ্বপ্রকৃতির সমস্ত জ্ঞান মানুষ আয়ত্ত করতে পারে। এই জগতের কোন কিছুই মানুষের অজ্ঞেয় নয়।

আমরা মূলত দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদে তিনটি প্রধান সুত্র দেখতে পাই। প্রথম সূত্র হল, বস্তুর পরিমাণগত রূপের গুণগত রূপে রূপান্তর। বস্তুর পরিবর্তন কেমনভাবে ঘটে এই সূত্রের দ্বারা জানা যায়। এই সূত্র অনুসারে বিশ্ব প্রকৃতির প্রতিটি বস্তু অবিরাম পরিবর্তন বা বিকাশের মধ্যে রয়েছে। এই বিকাশ হল উন্নত থেকে উন্নততর স্তরে বিকাশ, পূর্ববর্তী পরিমাণগত পরিবর্তনের অবস্থা থেকে উন্নততর গুনগত পরিবর্তনের অবস্থার রূপান্তর। পরিবর্তনশীল বস্তুজগতে বস্তুর মধ্যে নিহিত গতিশীলতা সর্বদাই বস্তুর পরিমাণগত পরিবর্তন ঘটিয়ে গুনগত রূপান্তরে পরিণত করে। বিশ্বের যে-কোন বস্তুতে তার ভেতর বা বাইরে থেকে প্রযুক্ত শক্তি বা গতির পরিমাণ ক্রমাগত বাড়তে বা কমতে থাকলে এমন এক অবস্থার সৃষ্টি হয়, যখন বস্তুটির অবস্থাগত এবং গুনগত ক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটে। পরিমাণগত পরিবর্তন হয় অপেক্ষাকৃত ধীর গতিতে কিন্তু গুনগত পরিবর্তন ঘটে আকস্মিকভাবে বা উল্লম্ফনের মাধ্যমে। পরিমাণগত পরিবর্তন থেকে গুনগত পরিবর্তনের এই প্রক্রিয়াকে দ্বান্দ্বিক উল্লম্ফন বলে। এই প্রক্রিয়াতেই পদার্থবিজ্ঞান জগতে গবেষণার মাধ্যমে নতুন নতুন আবিষ্কার করে চলেছে। উদাহরণস্বরূপ জল ১০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে বাষ্পে এবং শূন্য ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে বরফে রুপান্তরিত হয়। এই পরিবর্তন আকস্মিকভাবে ঘটে তাই জল কখনো তরল পর্যায়ে,

কখনো বাষ্পের পর্যায়ে, আবার কখনো বরফের পর্যায়ে বিরাজ করে। বাষ্প ও বরফের অবস্থাগত ও গুনগত ধর্ম জল থেকে ভিন্ন। বাষ্প ও বরফের এই অবস্থাগত গুনগত পরিবর্তন কিন্তু আস্তে আস্তে হয় না; পরিবর্তনের একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে এসে তার বৈপ্লবিক রুপান্তর হয়। অনুরূপভাবে, মানব সমাজের পরিবর্তন এই নিয়মনীতির দ্বারা উল্লম্ফনের মাধ্যমে ঘটে থাকে। সমাজ বিবর্তনের ক্ষেত্রেও সমাজব্যবস্থার আভ্যন্তরীণ গতিশীলতা ও দ্বন্দ্বের ফলে গন-অসন্তোষ সামাজিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে পুঞ্জীভূত হতে থাকে ও উল্লম্ফনভাবে বিস্ফোরিত হয়ে সমাজব্যবস্থার গুনগত পরিবর্তন ঘটিয়ে থাকে। এই উল্লম্ফনকেই মার্কসবাদীরা 'বিপ্লব' বলেছেন। বৈপ্লবিক পরিবর্তনের ফলে পুরাতন সব কিছু সামাজিকভাবে বাতিল হয়ে যায় না। পূর্ববর্তী সমাজের যা কিছু নতুন বিকাশের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় তা বাতিল হয়ে যায়। তবে পূর্ববর্তী সমাজের সৃজনশীল ও গঠনমূলক সবকিছু বজায় থাকে। বিকাশের ধারায় নতুন কালক্রমে পুরাতনে পরিণত হয় এবং তখন তার পরিবর্তন অপরিহার্য হয়ে ওঠে। এভাবেই সমাজের পরিবর্তন ঘটে ও সমাজের বিকাশ সাধিত হয়।

দ্বিতীয় সূত্র হল, বৈপরীত্যের ঐক্য ও সংঘাতের তত্ত্ব যাকে লেলিন "দ্বন্দ্বতত্ত্বের মৌল সত্তা"[৯] বলেছেন। বস্তুজগতের পরিবর্তন বা বিকাশ কেন ঘটে তার উত্তর এই তত্ত্বের দিয়ে জানা যায়। বস্তুজগতের গতিশীলতার উৎস বিষয়ে মার্কসের পূর্ববর্তী ভাববাদী ও বস্তুবাদী দর্শন কোন সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেনি। একমাত্র মার্কসীয় দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ বস্তুর পরিবর্তনশীলতার উৎসকে বস্তুর মধ্যে চিহ্নিত করেছে। এই সূত্র অনুযায়ী জগতের প্রতিটি বস্তুর মধ্যেই পরস্পর বিরোধী প্রবণতার ঐক্য নিহিত আছে। ঐক্যের মধ্যেই দ্বন্দ্ব রয়েছে। তাই প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে ইতিবাচক ও নেতিবাচক উপাদান আছে এবং এই উপাদান প্রতিমুহুর্তেই দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ায় এক একটি নতুন সত্তার জন্ম দেয়। স্ট্যালিনের মতে, "প্রকৃতির সকল প্রতীয়মান বস্তুর মধ্যে আভ্যন্তরীণ বৈপরীত্য বর্তমান।"[১০] বিজ্ঞান প্রমান করেছে যে, একটি চুম্বককে খণ্ড খণ্ড করলেও দেখা যায় প্রতিটি খণ্ডের মধ্যে দক্ষিণ মেরু ও উত্তর মেরু সহাবস্থান করছে, যদিও তা দ্বন্দ্বরত অবস্থায়। তেমনি মার্কসবাদ অনুসারে দেখা যায়, পুঁজিবাদী সমাজে বুর্জয়া ও সর্বহারা এই দুই নেতিবাচক ও ইতিবাচক উপাদান পরস্পর সম্পর্কিত অবস্থায় বিদ্যমান রয়েছে। "বুর্জুয়া শ্রেণি যেমন সর্বহারা শ্রেণির শ্রমকে শোষণ না করে বিদ্যমান থাকতে পারে না, তেমনি সর্বহারা শ্রেণিও বুর্জুয়া শ্রেণির নিকট নিজেদের শ্রম বিক্রি না করে বিদ্যমান থাকতে পারে না।"[১১] পুঁজিবাদী সমাজে পুঁজিপতি ও শ্রমিকদের মধ্যে শ্রেণিদ্বন্দ্বের ফলে পুঁজিবাদী সমাজের অবসান হবে এবং শোষণহীন সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠবে। সামজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা ক্রমে সাম্যবাদী সমাজে রুপান্তরিত হবে। লেলিন বলেছেন, "বস্তুর প্রকৃতিগত ও অন্তর্নিহিত এই স্ববিরোধের আলোচনাই হল দ্বান্দ্বিকতা।"[১২] দ্বন্দ্বের বৈর ও অবৈর রূপ মূলত রয়েছে। পুঁজিবাদী সমাজে পুঁজিপতি ও শ্রমিকশ্রেণির মধ্যের দ্বন্দ্বটি হল বৈর দ্বন্দ্ব কিন্তু সমাজতান্ত্রিক সমাজে যে দ্বন্দ্ব সেটি অবৈর দ্বন্দ্ব কারন এখানে শোষক ও শোষিতের বৈর সম্পর্কের অবসান ঘটে। দ্বন্দ্বকে আবার আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক এই দুটি দিক থেকেও বিশ্লেষণ করা যায়। বস্তুর অন্তর্নিহিত পরস্পর-বিরোধী শক্তিগুলির দ্বন্দ্ব হল আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব। অন্যদিকে একটি বস্তুর সঙ্গে ওপর একটি বস্তুর বা বস্তুর সঙ্গে পরিবেশের দ্বন্দ্বকে বাহ্যিক দ্বন্দ্ব বলা হয়। বস্তুর পরিবর্তন বা বিকাশের মূল কারন আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব কিন্তু বাহ্যিক দ্বন্দ্ব বস্তুর বিকাশকে ত্বরান্বিত বা ব্যাহত করতে পারে। যেমন রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মূল কারন তৎকালীন রাশিয়ার আভ্যন্তরীণ স্ববিরোধ কিন্তু জার সরকারের দুর্বলতা, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ প্রভৃতি বাহ্যিক উপকরণগুলি বিপ্লবকে সফল করার ব্যাপারে দায়ী ছিল। আবার দ্বন্দ্ব মুখ্য এবং গৌণভাবেও বিশ্লেষণ করা যায়। পুঁজিপতি সমাজে

পুঁজিপতি ও শ্রমিকের মধ্যে দ্বন্দ্ব হল মুখ্য দ্বন্দ্ব, আর শ্রমিকদের সঙ্গে কৃষকের বা ছোট পুঁজিপতির সঙ্গে বড়ো পুঁজিপতির দ্বন্দ্ব হল গৌণ দ্বন্দ্ব।

তৃতীয় সূত্র হল, নেতির নেতিকরণের তত্ত্ব। এই তত্ত্বের মাধ্যমে বস্তুর সাধারণ গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে ইঙ্গিত পাওয়া যায়। বস্তুর নেতিকরণ ছাড়া তার রূপান্তরকরণ সম্ভব নয় কিন্তু নেতিকরণের স্বার্থে বস্তুর পূর্বাবস্থাকে অস্বীকার করা হয় না। এঙ্গেলস বলেছেন, "নেতিকরণের অর্থ পুরনোকে পুরোপুরি 'না' করে দেওয়া নয়।"[১৩] পুরাতন অবস্থার যা কিছু শ্রেষ্ঠ ও উৎকৃষ্ট তার সব কিছুকেই বহন ও গ্রহণ করে নতুন সৃষ্টির সাথে সংযুক্ত করা হয়। তাই দ্বান্দ্বিক নেতিকরণ বলতে কোন বস্তু বা ব্যবস্থার নিছক ধ্বংস বা অবলুপ্তি বোঝায় না, এ হল এক নতুন অবস্থার উন্নতর অগ্রগতি। নতুনের আবির্ভাব কেবল বৈপ্লবিক উপায়ে সম্ভব। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব পুঁজিবাদের নেতিকরণের চূড়ান্ত রূপ। পুঁজিবাদ যেমন সমান্ততন্ত্রের যা কিছু ভালো ও মূল্যবান তা গ্রহণ ও সংরক্ষণ করেছিল, তেমন সমাজতন্ত্র পুঁজিবাদের সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান জগতের যা কিছু ভালো ও শ্রেষ্ঠ অবদান সেগুলি গ্রহণ করে পুজিবাদকে বর্জন করে। সমাজতন্ত্র তাই পুঁজিবাদের তুলনায় অনেকগুনে শ্রেষ্ঠতর।

মার্কসবাদের মর্মবস্তু বা ভিত্তি হল দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ, যা মানব সমাজের উদ্ভব ও বিকাশের ইতিহাস বিশ্লেষণের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চিন্তার জগতটিকেও বিচার বিশ্লেষণ করেছে। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের দ্বারা বস্তু জগতের পরিবর্তন ও বিকাশ জানার পাশাপাশি সমাজ পরিবর্তনের মূল উৎস, ঘটনার আভ্যন্তরীণ স্ববিরোধের মধ্যে নিহিত চালিকাশক্তি প্রভৃতিকেও প্রকাশ করে। বস্তু সমাজের পরিবর্তনের ইতিহাসকে এই তত্ত্ব বিজ্ঞানসম্মতভাবে তথা বাস্তবসম্মতভাবে তুলে ধরেছেন। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদকে লেলিন মার্কসবাদের 'অন্তরাত্মা' বলে অভিহিত করেছেন। এই তত্ত্ব সমাজপ্রগতির সামগ্রিক গতিমুখের পর্যালোচনা করে এবং পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রের উত্তরনের মধ্য দিয়ে শ্রমিকের ঐতিহাসিক কর্মব্রত, তার প্রগতিশীল আদর্শগুলি ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমে শোষণমূলক ব্যাবস্থার বিলুপ্তি যথার্থ প্রতিপাদন করে। স্ট্যালিনের মতে, "দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ হল মার্কসবাদী লেলিনবাদী পার্টির বিশ্ববিক্ষা।"[১৪] দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের সাধারণ নিয়মগুলি এবং শ্রমিকশ্রেণির বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপগুলি মূলত মার্কসবাদী-লেলিনবাদী পার্টির রণনীতি ও রণকৌশলের তত্ত্বগত ভিত্তি স্থাপন করে। এই বস্তুবাদ দিয়ে শ্রমিকশ্রেণিসহ অনান্য শ্রমজীবী জনগণের সামাজিক, রাজনৈতিক আদর্শ, লক্ষ্য ও স্বার্থকে বৈজ্ঞানিক ধারায় সুত্রায়িত করে তোলা সম্ভব। এই দর্শনের দ্বারা শ্রমিকশ্রেনি সংগঠিত হয়ে নতুন সমাজ গঠনে বৈপ্লবিক পথে উদ্বুদ্ধ হয়। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের গুরুত্ব প্রসঙ্গে এমিল বার্নস বলেছেন, "মানুষের যুগ যুগ ধরে সঞ্চিত জ্ঞানভাণ্ডার ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের সাহায্যে বিজ্ঞানের প্রতিটি ক্ষেত্রে সকল তথ্য নির্ভুলভাবে জানা সম্ভব হয়।"[১৫] স্ট্যালিনের মতে, "মার্কসের ঐতিহাসিক বস্তুবাদ আর অন্য কিছু নয়, সমাজ জীবনের অনুশীলনে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের মূলনীতিসমূহের প্রয়োগ।"[১৬] দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ মার্কসের সমগ্র তত্ত্বের ভিত্তি রচনা করেছেন, ঐতিহাসিক বস্তুবাদ ও শ্রেণি সংগ্রামের তত্ত্ব তার বাহ্যিক প্রয়োগ। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের অংশ হল ঐতিহাসিক বস্তুবাদ। দ্বন্দমূলক বস্তুবাদের তত্ত্ব মানবসমাজের ইতিহাসের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হলে তাকে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ বলা হয়। তাই দেখা যায় মার্কসবাদের ভিত্তি হল দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ যা মার্কসবাদের অন্যান্য সূত্রে প্রয়োগ হয়েছে।

তথ্যসূত্রঃ

১. ভাসিলি ক্রাপিভিন, সামাজিক-রাজনৈতিক জ্ঞানের অ-আ-ক-খ, দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ কী, প্রফুল্ল রায় অনুবাদিত, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৮৯, পৃ. ৩৮।
২. সোম, ড. সুভাষচন্দ্র, পাশ্চাত্য রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, ক্যালকাটা বুক হাউস (প্রা.) লিমিটেড, কলকাতা- ৭০০০৭৩, ২০১৫, পৃ. ৬৬।
৩. তদেব, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৬৩২।
৪. তদেব, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৬৯।
৫. ভাসিলি ক্রাপিভিন, সামাজিক-রাজনৈতিক জ্ঞানের অ-আ-ক-খ, দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ কী, প্রফুল্ল রায় অনুবাদিত, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৮৯, পৃ. ৯৫।
৬. তদেব, পৃ. ১০৮।
৭. তদেব, পৃ. ১১৬।
৮. সোম, ড. সুভাষচন্দ্র, পাশ্চাত্য রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, ক্যালকাটা বুক হাউস (প্রা.) লিমিটেড, কলকাতা- ৭০০০৭৩, ২০১৫, পৃ. ৭০।
৯. দালাল, প্রনব কুমার, স্নাতক রাষ্ট্রবিজ্ঞান, প্রথম খণ্ড, বুক সিন্ডিকেট (প্রা.) লিমিটেড, কলকাতা- ৭০০০৭৩, ২০১৬, পৃ. ৩৩৭।
১০. মহাপাত্র, অনাদিকুমার, আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান, দ্বিতীয় খণ্ড, সুহৃদ পাবলিকেশন, কলকাতা- ৭০০০৭৩, ২০০৫, পৃ. ২৩।
১১. সোম , ড. সুভাষচন্দ্র, পাশ্চাত্য রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, ক্যালকাটা বুক হাউস (প্রা.) লিমিটেড, কলকাতা- ৭০০০৭৩, ২০১৫, পৃ. ৭২।
১২. মহাপাত্র, অনাদিকুমার, আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান, দ্বিতীয় খণ্ড, সুহৃদ পাবলিকেশন, কলকাতা- ৭০০০৭৩, ২০০৫,পৃ. ২৩।
১৩. দালাল, প্রনব কুমার, স্নাতক রাষ্ট্রবিজ্ঞান, প্রথম খণ্ড, বুক সিন্ডিকেট (প্রা.) লিমিটেড, কলকাতা- ৭০০০৭৩, ২০১৬, পৃ. ৩৩৮।
১৪. চক্রবর্তী, দেবাশিস, রাষ্ট্রতত্ত্ব ও প্রতিষ্ঠান, নিউ সেন্ট্রাল বুক এজেন্সি (প্রা.) লিমিটেড, কলকাতা- ৭০০০০৯, ২০১৫, পৃ. ৩৯৭।
১৫. দালাল, প্রনব কুমার, স্নাতক রাষ্ট্রবিজ্ঞান, প্রথম খণ্ড, বুক সিন্ডিকেট (প্রা.) লিমিটেড, কলকাতা- ৭০০০৭৩, ২০১৬, পৃ. ৩৩৯ ।
১৬. সোম, ড. সুভাষচন্দ্র, পাশ্চাত্য রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, ক্যালকাটা বুক হাউস (প্রা.) লিমিটেড, কলকাতা- ৭০০০৭৩, ২০১৫, পৃ. ৭৮।